"কু-সন্তান যদিও হয় কু-মাতা কভু নয়"

শামসুন্নাহার রহমান (পরান)

"কুমড়ো ফুলে-ফুলে/নুয়ে পড়েছে লতাটা/সজনে ডাঁটায়/ ভরে গেছে গাছটা/আর আমি/ডালের বড়ি শুকিয়ে রেখেছি/খোকা তুই কবে আসবি?/ কবে ছুটি?/ চিঠিটা তার পকেটে ছিল/ছেঁড়া আর রক্তে ভেজা"। গত ১৪ মে সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র মোশারফ হোসেন শামীমের হতভাগ্য মায়ের আহাজারিতে বিশ্বজুড়ে পালিত হলো এবারের বিশ্ব মাতৃত্ব দিবস ২০০৬। বিশ্ব মাতৃত্ব দিবসে পাষাণ দেয়ালে মাথা ঠুকরে কাঁদছেন নেত্রকোনার নিভৃত পল্লীর এক দুঃখিনী মা। যা সৃষ্টি করে নারী "মা" হয় তা হলো সন্তান। পৃথিবীতে সন্তান জন্মদানের মাধ্যমেই নারী তার আজন্ম লালিত স্বপ্ন: মাতৃত্বের স্বরূপ প্রকাশের সুযোগ পায়। জনগণের বন্ধু খ্যাত "বাংলাদেশ পুলিশ" এর মাত্র ত্রিশ টাকা দামের একটি খেয়ালী বুলেট তছনছ করে দিলো শামীমের মায়ের আমৃত্যু বেঁচে থাকার স্বপ্ন। পৃথিবীর সবচেয়ে হৃদয়বিদারক দৃশ্য হলো কোন মায়ের জীবদ্দশায় তার সন্তানের লাশ দর্শন। নারীর সমগ্র স্বত্তার আরোধ্য,নাড়ী ছেঁড়া ধন হলো সন্তান। আদি মাতা বিবি হাওয়া থেকে অদ্যবধি নারীরা সন্তান নামক সেতুটি দিয়ে সৃষ্টি করছে বিচিত্র জাতি, বিচিত্র সভ্যতা। দশমাস দশদিন ধরে নিজের দেহ ছিঁড়ে একটু-একটু মাংস, অস্থি, রক্ত যোগান দিয়ে তিল তিল করে মা গড়ে তোলেন একটি শিশু, ভবিষ্যতের নাগরিক, বৈজ্ঞানিক, পৃথিবী নির্মাতা। আমিও একজন মা। সন্তানহারা মায়ের যে কী বেদনা আমার মতো সব মায়েরাই বুঝেন। আমি গোটা বিশ্বের তাবৎ মা জাতির পক্ষ থেকে শামীমের শোকাহত মায়ের কাছে জানাই আন্তরিক সমবেদনা আর সেই সাথে বাংলাদেশের এই রক্ষক গোষ্টি উগ্র পুলিশ সদস্যের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করছি।

সর্বযুগের বিশ্ব নন্দিত পথ প্রদর্শক মহানবী মুহাম্মদ (সঃ) মসজিদে বসে আছেন। মানুষের রূপে ফিরিশতা জীব্রাইল(আঃ) নবীজীর কাছে এসে প্রশ্ন করলেন, বলুন হে নবী(সঃ)! দুনিয়ায় আপনার কাছে সবচেয়ে সম্মানিত কে? তিনি বললেন "মা"। প্রশ্নকর্তা একই প্রশ্ন আবারো করলেন। নবীজী বললেন "মা", দ্বিতীয়বারেও একই উত্তর পেয়ে প্রশ্নকারী পুন:প্রশ্ন করলে নবীজী জনালেন "মা"। প্রশ্নকারী চতুর্থবারের মতো প্রশ্ন করলে হে মানবতার মহান শিক্ষক! তৃতীয়বারের পরের স্থান কার? নবীজী জানালেন "বাবা"। তিনি সমগ্র মানব সন্তানদের জন্য ঘোষণা করলেন, "মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেস্ত" (আল হাদীস)। একদিন দয়াল নবী (সঃ) আপন শিরস্ত্রাণ খুলে ধুলোয় বিছিয়ে দিলেন, সসম্মানে দাঁড়িয়ে বললেন, "মাগো এখানেই বসুন! তারপর বলুন, আমি আপনার সব কথা শুনবো"। অতপর তিনি গভীর মনযোগে আগন্তুক মহিলাটির কথা শুনলেন এবং সর্বশেষ এমনভাবে দাঁড়িয়ে বিদায় জানালেন যে উপস্থিত সাহাবারা বড়ই আশ্চর্যান্বিত এবং কৌতুহলী হয়ে উঠলেন। সাহাবা বেষ্টিত ব্যস্ততম মহানবীকে আগন্তুক মহিলাটির প্রতি এই অপূর্ব সম্মান প্রদর্শন দেখে জনৈক সাহাবী প্রশ্ন করে বসলেন, কে এই ভাগ্যবতী নারী? নবীজী অত্যন্ত আবেগ ভরা কণ্ঠে জানালেন, তিনি আর

কেউ নন, আমি যার দুগ্ধরুপী রক্তের নির্যাস খেয়ে বড় হয়েছি তিনি সেই দুধ-মা হালিমা। বিস্ময়কর কালী সাধক শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসের মাতৃভক্তির কথা কে না জানে। তিনি স্রষ্টা থেকে সৃষ্টি, জন্ম থেকে মৃত্যু সবখানে মায়ের প্রতিচ্ছবি খুঁজেছেন।

জন্ম দিয়ে পিতৃত্ব অস্বীকার করা যায়, কিন্তু মাতৃত্ব? সে কী আর অস্বীকার করা যায়! কুকুর তার আনন্দের ফসল দিয়ে দায়িত্ব শেষ করে ফিরে যায় আপন ভুবনে, পুন: যৌবনান্দে, কিন্তু অসহায় মা কুকুরনী? সেতো আর ফিরে যেতে পারে না। সে যে স্রষ্টা! বংশগতির ধারা অটুট রাখায় সে যে মহান দায়িত্বাবদ্ধ! সুতারাং কুকুরনীর ফেরা হয় না। নিজের জীবন বিপন্ন করে বাঁচিয়ে রাখে গর্ভে ধরা সেই ফসল। জগত সংসার আর ধরণী টিকিয়ে রাখায় যে তার আনন্দ! সত্যি কোন মা যে তার মাতৃত্ব এড়াতে পারে না। যদিও আমি পশু মাতা নিয়ে আলোচনার অবতারণা করেছি কিন্তু একথা সন্দেহাতীত যে এই দৃশ্য বিশ্ব মাতৃত্বের। আমি একজন উন্নয়ন কর্মী। দুস্থ আর বস্তির নিপীড়িত মহিলাদের নিয়ে কাজ করাই আমার পেশা এবং নেশা। বস্তিতে গিয়ে শুনা যায়, "পোলাডার জন্ম-র আগ থেইক্যা হেই (জন্মদাতা/ কথিত পোলার বাবা) পলাইছেরে বইন!" অথবা শুনুন অন্যকথা, "হেই আরেক বেড়ীরে বিয়া করছে, খাওন দেয় না, পরন দেয় না, কয় পোলাড়া তার না" আরও কত বিচিত্র সংলাপ। বস্তিবাসী দুখিনী মা'দের এইসব সংলাপ প্রতিবেশী অপরাপর প্রতিবেশীদের কাছে নতুন কিছু নয়। তারা অন্য দশ ঘটনার মতো এই লোমহর্ষক কাহিনীগুলোও জীবনের খাতায় স্বাভাবিক ঘটনাপঞ্জিতে স্থান করে দেয়।

সন্তান ধারন নিয়ে বিভিন্ন ধরণের মাতৃত্ব পরিলক্ষিত হয়। একাত্তরে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বহু নির্যাতিত নারী অনাকাঙ্খিত সন্তান ধরণে বাধ্য হয়। স্বাধীনতা পরবর্তীতে এধরণের বহু ঘটনার ইতিহাস বাংলাদেশের জন্ম-বৃত্তান্তে লেখা হয়েছে। নির্যাতিত এধরণের বহু নারী নিস্পাপ অসংখ্য যুদ্ধ শিশুর জন্ম দিয়েছে। যেহেতু প্রতিটি জন্মই নিস্পাপ এবং একইভাবে মাতৃজরায়ু থেকে আসে, সেহেতু বহু মমতাময়ী মা অসহায় কুকুরনীর মতো তার পেটের সন্তানকে পারেনি ফেলে দিতে। তারা সমাজ, পরিবার এমনকি ধর্ম ত্যাগ করে নির্বাসন নিয়েছে অচেনা দেশ, অচেনা জায়গায়। কী ভীষণ মাতৃত্ব! পৃথিবীর সবকিছু ত্যাগ করে নিঃস্ব বীরঙ্গনা মায়েরা বাঁচতে চেয়েছে শুধুমাত্র ভয়ংকর এক মাতৃত্ব নিয়ে। এরকম আরো বহুরকম অনাকাঙ্খিত মাতৃত্ব আমরা দেখতে পাই সমাজে। বীরঙ্গনা মা, পতিতা মা, স্বামী পরিত্যক্ত মা এবং গৃহহীন মা। জন্ম-বৃত্তান্ত যেভাবেই হোক প্রতিটি মা দশমাস দশদিন গর্ভে ধরে সন্তান প্রসব করেছে পৃথিবীর প্রচন্ডতম ব্যথা আর প্রসব কষ্ট নিয়ে। নিজের পেটে না দিয়ে সন্তানের পেটে, নিজে বৃষ্টিতে ভিজে বুক আগলে রেখেছে সন্তানকে। সাধক কবি শাহ মুহাম্মদ সগীর মাকে নিয়ে লিখেছেন, "পিঁপিড়ার ভয়ে মাও না থুইলা মাটিত/ কোল দিআ বুক দিআ জগতে বিদিত/ অশক্য আছিলুঁ মুই দুর্বল ছাবাল/ তান দয়া হস্তে হৈল এ ধড় বিশাল"। আকাশচুম্বী দালানের বাসিন্দা সুখী নারীর মাতৃত্ব আর রেল লাইনে শুয়ে থাকা বেওয়ারীশ, শীর্ণদেহী দুখিনী নারীর মাতৃত্বে কোন তফাৎ নেই। মাতৃত্বের আবেদনে কোন তফাৎ নেই। একই ধরণের স্বকরুণ আকুতিমাখা সেই মাতৃত্বের ডাক। তাই বলি মাতৃত্ব চিরন্তনী, বৈশ্বিক। অর্থনৈতিক

বৈষম্যতা, রাজনীতি, ধর্ম, সমাজ এবং কোন ভৌগলিক সীমারেখা মাতৃত্বের চিরন্তন দয়াময়ী আবেদন ম্লান করতে পারে না।

দেরী করে ঘরে ফেরা সন্তানদের জন্য কেরোসিন কুপি জ্বালিয়ে গভীর রাত অব্দি দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে যে নারী উৎকণ্ঠায় থাকে সে-ই-তো জন্মধাত্রী মা। আমি এক পাগলী মাকে চিনতাম। দুনিয়ার সমস্ত বিষয়ে যে বুঝে না গভীর রাতে সেই পাগলী মায়ের ডাকে মাতৃভক্ত প্রতিটা লোক হায় হায় করে উঠতো। রিক্সাচালক ছেলে ফিরতে দেরী হলে উম্মাদিনী মা অন্ধকার নিশীথ রাতে চেরাগ হাতে গলাফাটা অর্তনাদে ছেলের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে ছুটতেন গঞ্জের দিকে। মাতৃত্বরূপ চির শাশ্বত দয়াময়ী। এখনো মা নাম উচ্চারণে দু'চোখে জল নামে। সুখে-দুখে স্বজন-নির্জনে যে শব্দটি নিজের অজান্তে অস্পষ্ট স্বরে, অগোচরে বেরিয়ে আসে তা হলো, মা! মা!! আমার মা!!!

"গমনা-গমন দু'টি ধারা, উদায়স্ত-চলাফেরা"। ফকির লালনের গানের কলির মতো কালের আবর্তে মাকে হারিয়ে আমরা নিজেরাও মা হয়েছি। আজলাভরা মায়ের আদরগুলো স্মতির হিমঘরে রেখে এখন বুঝে চলেছি মাতৃত্বের জ্বালা। সন্তান-সন্ততিকে কাছে না রাখতে পারার জ্বালা। কর্মময়ী বিশ্ব তাদেরকে ছিনিয়ে নিয়েছে আঁচল থেকে। সারাদিন টেলিফোন সেটের কাছে ঘুরঘুর করি কখন বড় মেয়ে মুন্নী ফোন করবে। দেরী হলে শোভার কাছে খবর পাঠিয়ে দিই যেন ফোন করে অন্তত এতটুকু বলে, মাগো ভাল আছি। বিদেশ বিভুঁয়ে থাকা ঝুমা আর রুবা মেয়ে দুটি যখন ফোন করে তখন ঝলকে উঠা মাতৃত্বের আনন্দ সারা জনমের দুঃখ ভুলিয়ে দেয়। সবচেয়ে বড় সত্যি কথা যদি বলতে হয় তাহলে বলবো মানুষের জীবনে "মা" যে কী তা মানুষ কখনো মায়ের জীবদ্দশায় সম্পুর্ণ বুঝে উঠতে পারে না। "মা" জিনিসটা কী সন্তানেরা তখনই বুঝে যখন "মা" আর সন্তানের কাছে থাকে না। তিনি জন্ম-জন্মান্তরের বাঁধন ছিঁড়ে ধ্রুবতারা হয়ে আকাশচারী হয়ে যান। মাটিতে বসে অসহায় সন্তান-সন্ততিদের তখন বিলাপ করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। তাইতো দেখা যায় যুগে যুগে বহু কবি, বহু সাধক, গায়ক ব্যথাতুরা হৃদয়ে এঁকে দিয়েছেন তাদের মা হারানো দুঃখগাঁথা ইথারে-ইথারে। এখনো যখন মায়ের চিন্তায় ডুবে থাকি তখন মনে হয় পৃথিবীর বৃহত্তম সিংহাসনে মাকে বসিয়ে দেশে-দেশে ঘুরি আর মাতৃ বন্দনা করে জগতের সকল সন্তানদের বলি, জগতের সকল মায়ের সন্তান এক হও! ভুলে যাও সব ভেদাভেদ! বন্ধ কর ভাই-ভাই হিংসার হানাহানি, স্বার্থের রক্তপাত"!

শামসুন্নাহার পরান, চেয়ারম্যান, ঘাসফুল (এন.জি.ও), পশ্চিম মাদারবাড়ী, চাটগাঁ